মুক্তকথা: রোববার ১৭ই জুলাই ২০১৬::

গত শুক্রবারের ব্যর্থ সামরিক অভ্যিত্থানের পর এ পর্যন্ত তুরস্কে ৬হাজার মানুষকে বন্ধী করা হয়েছে এবং এ সংক্ষ্যা বাড়তে পারে। বলেছেন তুরস্কের বিচার মন্ত্রী বেকির বুজদাগ। বিপুল পরিমাণ এই গ্রেপ্তারে উচ্চ পদের সামরিক ব্যক্তিত্বসহ রয়েছেন ২৭০০জন বিচারক। ৫০জনেরও বেশী উচ্চপদাসীন সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাকে আটক করা হয়েছে দেশের পশ্চিম প্রান্তের প্রদেশ দেনিজিল থেকে আজ রোববার।

এই গ্রেপ্তারকে মন্ত্রী বুজদাগ বলেছেন পরিষ্কার অভিযান। এ পর্যন্ত বিবিসি থেকে শুনা খবরে জানা যায় মোট ২৬৫জন এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানে মারা গেছেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান বলেছেন ফের মৃত্যুদন্ডের প্রচলন বিষয়ক প্রস্তাবনা নিয়ে সংসদ বিবেচনা করছে। প্রেসিডেন্ট এরদোগান আবারও আমেরিকায় আশ্রিত ইমাম ফেতুল্লাহ গুলেনকে এই ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত বলে অভিযুক্ত করেছেন।

তুরস্কের আনাদলু সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে বিবিসি জানাচ্ছে- থার্ড আর্মি কমান্ডার জেনারেল এরদাল ওজতার্ক, সেকেন্ড আর্মি কমান্ডার জেনারেল আদেম হুদুতি, প্রাক্ত বিমান বাহিনী প্রধান একিন ওজতার্ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডেনিজিল গেরিসনের কমান্ডার মেজর জেনারেল ওজান ওজবাকির কে। দেশের অন্যতম বয়োজ্যৈষ্ঠ বিচারক আলপারসলান ওলতান’কেও আটক করা হয়েছে। সুযোগ করে ৮জন তুর্কী সৈনিক গ্রীসে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। তাদের আদালতে হাজির করা হয়েছে অবৈধ প্রবেশের কারণে।

প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেছেন এটি আমাদের জন্য আশির্বাদ হয়ে এসেছে। এখন আমরা আমাদের সামরিক বাহিনীকে দুষ্টগ্রহমুক্ত করতে পারবো। পরিষ্কার করতে পারবো।

কেন এই অভ্যুত্থান?

এরদোগানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর, দেশকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে তার প্রকল্প এবং সিরিয়া সীমান্তে প্রচন্ড উগ্র হানাহানি নিয়ে তুরস্ক রাজনৈতিকভাবে দুভাগ হয়ে পড়ে। এরদোগান ইসলামিক রাজনীতির মানুষ। তিনি দেশের ঐতিহ্যবাহী ধর্মনিরপেক্ষ প্রচলনকে অস্বীকার করেন। ফলে দেশের দীর্ঘমেয়াদি গণতান্ত্রিক অনুশীলনের প্রতি আর প্রতিশ্রুতি সন্দেহের মুখে পড়ে।